ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪২
এপ্রিল- জুন : ২০১৫

নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদ : একটি ফিক্‌হী পর্যালোচনা

মুহাম্মদ জুনাইদুল ইসলাম*

[**সারসংক্ষেপ:** *'নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদ পদ্ধতি' ফিক্‌হের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। নিখোঁজ ব্যক্তি মৃত গণ্য হবে নাকি জীবিত- এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য না থাকার কারণে ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই বিষয়টি ব্যাপক আলোচিত ও মতবিরোধপূর্ণ। বিশিষ্ট সাহাবী 'আলী রা. ও 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ রা. সুনির্দিষ্ট সংবাদ না আসা পর্যন্ত স্ত্রীকে অপেক্ষা করার মত দিয়েছেন। তবে কার্যনির্বাহের সুবিধার্থে এ সময়কে ৯০ বছর মেয়াদে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। 'উমর রা., 'উসমান রা., ইবনু 'উমর ও ইবনু 'আব্বাস রা. প্রমুখ সাহাবীগণ চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করার মত ব্যক্ত করেছেন। মালিকী ও হাম্বলী ফকীহগণ উক্ত মত গ্রহণ করেছেন। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ফখরুদ্দীন আয-যায়লা'ঈ (মৃ. ৭৪৩ হি.), ইবনু 'আবিদীন (মৃ. ১২৫২ হি.), ইবনু নুজাইম আল-মিসরী (মৃ. ৯৭০ হি.) ও হাম্বালী ফকীহ ইবনু 'উসাইমীন রহ. প্রমুখ বিবাহবিচ্ছেদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ না করে বিষয়টি আদালতের নিকট ন্যস্ত করাই অধিক যৌক্তিক হিসেবে অভিমত দিয়েছেন। দলীল-প্রমাণের আলোকে শেষের মতটি অধিকতর যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত প্রতিপাদ্য হয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কতদিন পর নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে- এ বিষয়ে সাহাবা কিরাম থেকে নিয়ে বিভিন্ন ইমামগণের মতামতসহ সাম্প্রতিক কালের ফকীহগণের মতসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।]*

ভূমিকা

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মৃত মানুষের স্ত্রীর বিধান সুস্পষ্টভাষায় বর্ণিত হলেও নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর বিধান স্পষ্টভাষায় বর্ণিত হয়নি। তাই দেখা যায়- বিষয়টি সাহাবা কিরামের যুগ থেকেই মতবিরোধপূর্ণ। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (মৃ.৭২৮ হি.) বলেন, সাহাবা কিরামের যুগে যেসব বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং যে সব বিষয় নিয়ে পরবর্তী ফিক্‌হবিদগণ অধিক জটিলতায় পড়েছেন, তন্মধ্যে 'নিখোঁজ' এর স্ত্রীর বিষয়টি উল্লেখযোগ্য।[১] এ বিষয়ে অনেক ফিক্‌হবিদ বার বার মত পরিবর্তন

* প্রভাষক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

১. وَمِنْ أَشْكَلِ مَا أَشْكَلَ عَلَى الْفُقَهَاءِ مِنْ أَحْكَامِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ : امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ
(ইবনু তাইমিয়া, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, মদীনা : মাজমা'উল মালিক ফাহাদ, ১৯৯৫ খ্রি., খ. ২০, পৃ. ৫৭৬)

করেছেন, এমনকি হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ফকীহগণ মালিকী মাযহাবানুসারে ফাতওয়া দিয়েছেন এবং সেটিকে ইজমা'তে পরিণত করার চেষ্টা করেছেন। ভারত উপমহাদেশে 'Muslim Family Laws' হিসেবে রচিত সরকারী বিভিন্ন এক্টের (Act) মধ্যেও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে 'নিখোঁজ' এর সংখ্যা অতীতের তুলনায় বহুগুণে বেড়ে যাওয়ার। বিষয়টি ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে আরো পর্যালোচিত হওয়া দরকার। বিশেষ করে বর্তমানের বিমান দুর্ঘটনা, লঞ্চডুবি, ভবনধসসহ অসংখ্য অপহরণের ঘটনা ঘটে চলেছে, যাতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে জীবিত কিংবা মৃত কোনোভাবেই বিবেচনা করা যায় না।

'নিখোঁজ'-এর পরিচিত

শাব্দিক অর্থ: 'নিখোঁজ'-এর অর্থ খোঁজ পাওয়া যায় না এমন, পাত্তাহীন, নিরুদ্দেশ, উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন, সন্ধানশূন্য।[২] ইংরেজিতে এর অর্থ 'Having no destination'।[৩] আইনের পরিভাষায় এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Missing Person'।[৪] হাদীসশাস্ত্র ও ফিকহশাস্ত্রের পরিভাষায় এর আরবী প্রতিশব্দ 'مفقود' অর্থাৎ সন্ধানহীন।

পারিভাষিক অর্থ: ইসলামী শরী'য়তের পরিভাষায় 'নিখোঁজ' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি পরিবার-পরিজন থেকে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন, যার বেঁচে থাকা কিংবা মৃত্যুবরণ করা কোনোটি নিশ্চিত নয়।[৫]

ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ আদ-দাসূকী আল-মালিকী (মৃ. ১২৩০ হি.) বলেন, "وَالْمَفْقُودُ من لم يُعْلَمْ مَوْضِعُه " নিখোঁজ ঐ ব্যক্তি যার অবস্থান সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায় না।[৬] বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইবনু নুজাইম আল-মিসরীর (মৃ. ৯৭০ হি.) মতে, 'নিখোঁজ' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার জীবন কিংবা মৃত্যু কোনোটি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবগতি লাভ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে জীবন-মৃত্যু অজ্ঞাত হওয়ার বিষয়টি মুখ্য, স্থানের অজ্ঞতা ধর্তব্য নয়।[৭] ফিক্‌হে হানাফীর প্রসিদ্ধ ফিক্‌হবিদ আবূ

২. *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১২ খ্রি., পৃ. ৬৮১; এস. কে আহমদ, *জয় আধুনিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : জয় বুকস ইন্টারন্যাশনাল, পৃ. ৪৭৪

৩. *Bengali- English Dictionary*, Dhaka : Bangla Academy, 2012, p. 371

৪. Dr. Muhammad Ekramul Haque, *Islalmic Law of Inheritance*, Dhaka : London College Of Legal Studies, 2009. p. 233

৫. هُوَ مَن انْقَطَعَ خَبَرُهُ ، وَلَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ منْ مَمَاته
(*আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত: ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, খ. ২, পৃ. ১০৫)

৬. মুহাম্মদ আদ-দাসূকী, *হাশিয়াতুত্ দাসূকী আলাশ্ শরহিল কবীর*, বৈরূত, দারুল ফিকর, খ. ৩, পৃ. ৩০২

৭. يَعْنِي لم تُدْرَ حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ فَالْمَدَارُ إِنَّمَا هو على الْجَهْلِ بِحَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ لا على الْجَهْلِ بِمَكَانِهِ

বকর আল-হাদ্দাদ আল-হানাফী (মৃ. ৮০০ হি.) বলেন, নিখোঁজ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ঘর থেকে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, অতঃপর কোন দিকে গেলো, কোথায় গেলো, কী হলো? বেঁচে আছে নাকি মৃত্যুবরণ করেছে, কিংবা শত্রু বন্দী করে থাকলে বাঁচিয়ে রেখেছে নাকি হত্যা করেছে, কোনোটি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।[৮] ড. ওয়াহ্‌বা আয-যুহাইলী বলেন, নিখোঁজ হলো ঐ ব্যক্তি যার বেঁচে থাকা কিংবা মৃত্যবরণ করা কোনোটি সুনিশ্চিত নয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত "বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন" গ্রন্থে বলা হয়েছে,

> যে ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজন ও বসতি এলাকা হইতে নিখোঁজ হইয়া গিয়াছে অথবা যাহাকে শত্রুরাষ্টের লোকেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, অতঃপর সে জীবিত আছে কি না? বা কোথায় আছে তাহা একটি উল্লেখযোগ্যকাল যাবত অজ্ঞাত রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে 'মাফকূদ' বলে।[৯]

বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী (মৃ.১০৫৮ খ্রি.) বলেন,

> মৃত্যুতে কোনো ধরনের সন্দেহ থাকলে সে নিখোঁজ গণ্য হবে। সন্দেহের পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক তা ধর্তব্য নয়। তাই নিজ শহর থেকে হারিয়ে যাওয়া, জল কিংবা স্থল পথে কোনো দূর সফরে হারিয়ে যাওয়া বা কোনো বাহন বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে বা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হারিয়ে যাওয়া; সবগুলো 'নিখোঁজ'এর অন্তর্ভুক্ত।[১০]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, জীবন-মরণ সম্পর্কে বিন্দু পরিমাণও সন্দেহ থাকলে সে নিখোঁজ বলে গণ্য হবে; অন্যথায় নয়। বেঁচে থাকা নিশ্চিত হলে জীবিত আর মৃত্যু নিশ্চিত হলে মৃত, যদিও লাশ পাওয়া না যায়। এর প্রেক্ষিতে বলা যায়, যদি কোনো ব্যক্তি বাড়ি-ঘর ও পরিবার-পরিজন থেকে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকে, তবে তার জীবিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত,

---

(ইবনু নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়িক*, দারুল কিতাবিল ইসলামী, তা.বি., খ. ৫ পৃ. ১৭৬)

৮. هُوَ الَّذِي يَخْرُجُ فِي جِهَةٍ فَيُفْقَدُ وَلا تُعْرَفُ جِهَتُهُ وَلا مَوْضِعُهُ وَلا يَسْتَبِينُ أَمْرُهُ وَلا حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ أَوْ يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ وَلا يَسْتَبِينُ أَمْرُهُ وَلَا قَتْلُهُ وَلا حَيَاتُهُ

(আবূ বকর আল ইয়ামানী, *আল-জাওহারাতুন্ নাইয়িরাহ*, আল-মাতবা'আতুল খাইরিয়্যাহ, ১৩২২ হি., খ. ১, পৃ. ৩৬০)

৯. *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি., খ. ১, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৬৮২

১০. سَوَاءٌ قَعَدَ فِي بَلَدِهِ أَوْ بَعُدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ فِي بَرٍّ كَانَ سَفَرُهُ أَوْ فِي بَحْرٍ ، وَسَوَاءٌ كُسِرَ مَرْكَبُهُ أَوْ فُقِدَ بَيْنَ صَفَّيْ حَرْبٍ فَهُوَ فِي هَذِهِ الأَحْوَالِ كُلِّهَا مَفْقُودٌ

(আল-মাওয়ারদী, *আল-হাভী আল-কবীর*, বৈরূত : দারুল ফিকর, খ. ১১, পৃ. ৭১৪)

তাহলে সে 'নিখোঁজ' গণ্য হবে না। এমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি দুর্ঘটনাকবলিত হয়- যেমন কোনো বহুতল ভবন ধ্বসে পড়লো, কারখানায় আগুন লাগলো, লঞ্চ ডুবে গেলো, বিমানদুর্ঘটনা ঘটলো; কিছু লোক জীবিত কিংবা মৃত উদ্ধার করা গেলেও আর কিছু লোক উদ্ধারকর্ম শেষেও জীবিত কিংবা মৃত উদ্ধার হলো না। অথচ ঘটনার মুহূর্তে তারা সেখানে উপস্থিত থাকার বিষয়টি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্ধারা প্রমাণিত। তাহলে এসব লোক নিখোঁজ হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ তাদের মরদেহ পাওয়া না গেলেও তাদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত। তবে কেউ যদি মসজিদে বা বাজারে যায়, কিন্তু আর ফিরে না আসে কিংবা বিদেশে পাড়ি দেয় আর যোগাযোগ না থাকে, তাহলে এ জাতীয় লোক নিখোঁজ গণ্য হবে। এক কথায়, লাশ পাওয়া না গেলেও যদি মৃত্যু নিশ্চিত হয়, তাহলে সে 'নিখোঁজ' নয়, বরং মৃত (এ কারণেই পত্রিকার ভাষায় এ জাতীয় ঘটনায়, নিখোঁজ এর সাথে লাশ শব্দও যোগ করা হয়।)। আর যদি মৃত্যুর বিষয়ে সামান্যতমও সন্দেহ থাকে, তাহলে সে মৃত নয়; বরং নিখোঁজ।

নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদ

ক. স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদ পদ্ধতি

সর্বজনবিদিত বিষয় হলো, ইসলামী আইনে উপযুক্ত দু'জন সাক্ষীর সম্মুখে দু'জন নারী-পুরুষ (পুরুষ কর্তৃক নারীকে 'মহর' প্রদান করার শর্তে) যে বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাকে বিবাহবন্ধন বলে। এ বন্ধন আজীবন ও আমরণ, যতক্ষণ না এর বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। ইসলামী শারী'আত যথাসম্ভব বিবাহবন্ধনকে অটুট রাখার জন্য উৎসাহিত করেছে এবং বিচ্ছেদ ঘটানোকে নিরুৎসাহিত করেছে, তথাপি এটিকে সর্বাধিক নিকৃষ্ট বৈধকর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছে। কারণ এর কুফল দীর্ঘমেয়াদী ও সুদূরপ্রসারী। তবে ইসলাম যেহেতু একটি বাস্তবধর্মী পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, তাই একান্ত প্রয়োজনে এ বন্ধনের বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যবস্থাও এতে রাখা হয়েছে। তবে এ সুযোগ যৌক্তিক কারণে স্ত্রীর তুলনায় স্বামীকে বেশি প্রদান করা হয়েছে। কারণ ইসলামে বিবাহবন্ধনকে অর্থবহ ও টেকসই করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের লেনদেনকে আবশ্যিক করা হয়েছে। এর নাম 'মহর'। এ মহর স্বামীই দিয়ে থাকে। তাই বিনা প্রয়োজনে সে সম্পর্কচ্ছেদের জন্য উদ্বুদ্ধ হবে না। অপর দিকে স্ত্রীকে এক্ষেত্রে অবাধ সুযোগ ও স্বাধীনতা দেয়া হলে সে বার বার 'মহর' লাভের লোভে স্বামী পরিবর্তন করে স্বামী বেচারাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও সংকটাপন্ন করতে পারে। তাই স্ত্রীর জন্য এ সুযোগ ক্ষীণ ও শর্তসাপেক্ষ। এরকম তারতম্য করার মাধ্যমে উভয়ের সুযোগ ভারসাম্যপূর্ণ ও সমতাপূর্ণ করা হয়েছে। তাই স্বামী যে কোনো সময় যে কোনোভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষমতা রাখে। সে আদালতের শরণাপন্ন না হয়ে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। তবে উল্লেখ থাকে যে, দাম্পত্যজীবন সুখকর হওয়ার জন্য 'মহর প্রদান' ছাড়াও স্বামীর আরো কর্তব্য রয়েছে। যেমন- ভরণ-পোষণ প্রদান করা, স্ত্রীর

যৌনচাহিদা পূরণ করা, সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদি। যদি স্বামী বিবাহপরবর্তী করণীয় পালনে অবহেলা প্রদর্শন করে বা অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে স্ত্রী তিনটি পদ্ধতির একটির মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। পদ্ধতি তিনটি যথাক্রমে-

১. **খুলা ও মুবারাত** (الخلع والمباراة) (Khula and Mubara'at) খুলাতে স্ত্রী বিবাহবন্ধনে বিতৃষ্ণ হয়ে বিচ্ছেদের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং স্বামীর সুবিধার জন্য তার দেনমোহরের দাবি ও অন্যান্য অধিকার পরিত্যাগ করে। আর মুবারাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই বিবাহে বিতৃষ্ণ হয়ে লেনদেনের বিনিময়ে বিবাহ-বিচ্ছেদে সম্মত হয়।

২. **বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষমতা অর্পণ** (طلاق تفويض) (Delegation of Power to Divorce) যদিও তালাকের মালিক স্বামী; কিন্তু এ ব্যবস্থায় সে তালাক প্রদানের ক্ষমতা স্ত্রীকে বা কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে শর্ত সাপেক্ষে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে প্রদান করে থাকে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তখন ঐ ক্ষমতানুযায়ী তালাক দিতে পারে।

৩. **বিচারক কর্তৃক বিবাহ-বিচ্ছেদ** (التفريق بالحاكم) (Dissolution of Marriage by Judicial Process) উপরের পদ্ধতি দু'টি কার্যকর না হলে স্ত্রী আদালতে আপত্তি উত্থাপন করে বিচারকের মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। নিম্নে নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী কিভাবে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাবে সে নিয়ে আলোচনা করা হলো।

খ. 'নিখোঁজ' -এর স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদ প্রক্রিয়া

'নিখোঁজ' ব্যক্তির স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদের ইচ্ছা পোষণ করলে তার জন্য বিবাহবিচ্ছেদের উপরিউক্ত তৃতীয় পদ্ধতিটি প্রযোজ্য হবে। সে বিচারকের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে। তবে কতকাল যাবৎ তাকে স্বামী ফিরে আসার অপেক্ষা করতে হবে, কী পরিমাণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সে আদালত কর্তৃক বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রি লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে- এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ থাকা আবশ্যক, কিন্তু সাহাবা কিরামের যুগ থেকেই বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ। সাহাবা, তাবিয়ী, তাবে তাবিয়ী ও ইমামগণের মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে সকল মতামত প্রধান তিনটি মতে একীভূত। মতামত তিনটি যথাক্রমে-

প্রথম মত : সমবয়সী সকল লোকের মৃত্যুর পরই মৃত ঘোষিত হবে

লক্ষণীয় যে, সকল ফিক্‌হবিদ 'নিখোঁজ ব্যক্তি'র বিষয়ে এ সিদ্ধান্তে একমত যে, তার মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় যথা- স্ত্রীর 'ইদ্দত পালন, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ, মীরাস বণ্টন, কর্তৃক স্বামীর মৃত্যু জনিতসহ যাবতীয় বিষয় আদালতের রায়ের উপর নির্ভরশীল। যতক্ষণ না উক্ত ব্যক্তি আদালত কর্তৃক মৃত ঘোষিত হবে ততক্ষণ তার মৃত্যুসম্পর্কিত সকল বিধান স্থগিত থাকবে। তবে কত দিন বা কত মাস পর আদালত তাকে মৃত ঘোষণা করবে, এ ব্যাপারে সাহাবীগণের মাঝে 'আলী রা. ও 'আব্দুল্লাহ

ইবনু মাসউদ রা. এবং তাবিয়ীদের মাঝে ইব্রাহীম আন-নাখা'ঈ, আবূ কিলাবাহ, শা'বী, জাবির বিন যায়দ, হাকাম, হাম্মাদ, ইবনু আবী লায়লা, ইবনু শুবরুমা, 'উসমান আল-বাত্তী, সুফইয়ান আস-সওরী, হাসান বিন হাই প্রমূখ তাবিয়ীগণ এবং ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানিফা রহ.-এর মত হলো, উক্ত স্ত্রী স্বামীর সুনির্দিষ্ট সংবাদ আসা পর্যন্ত তার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকবে এবং আদালত যতদিন তার সকল সমবয়সী লোকের মৃত্যু না হবে ততদিন তাকে মৃত ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকবে। অনেক মুহাদ্দিস এবং সকল কূফী ফিক্‌হবিদ এ মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিয়ী রহ-এরও পরবর্তী অভিমত এটি।[১১] নিম্নে এ মতের সমর্থনকারী দলীলসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

এক.

عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر

মুগীরা বিন শু'বা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী ঐ পর্যন্ত তার স্ত্রী হিসেবে বহাল থাকবে, যতদিন তার বিষয়ে কোনো নিশ্চিত সংবাদ না আসবে।[১২]

দুই.

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: هِيَ امْرَأَةُ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ

হাকাম বিন 'উতাইবা হতে বর্ণিত, 'নিখোঁজ'-এর স্ত্রী সম্পর্কে 'আলী রা.-এর বক্তব্য হলো, সে একজন বিপদগ্রস্ত মহিলা। অতএব স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের নিশ্চিত সংবাদ আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করাটাই তার করণীয়।[১৩]

তিন. নিশ্চিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা রহিত হয় না

ফিক্‌হের একটি মূলনীতি হলো, কোনো নিশ্চিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা রহিত হয় না এবং কোনো অনিশ্চিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা প্রমাণিত হয় না। এ প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.) বলেন, "الْيَقِينُ لا يُزَالُ بِالشَّكِّ"[১৪]। তাকী উদ্দীন আস-সুবকী (মৃ. ৭৭১ হি.) বলেন, 'اليقين لا يرفع بالشك' অর্থাৎ পূর্বে প্রমাণিত কোনো নিশ্চিত বিষয় পরবর্তী সৃষ্ট কোনো সংশয়-সন্দেহ দ্বারা রহিত হয় না।[১৫] এমনিভাবে বিশিষ্ট ফকীহ 'আলাউদ্দিন আল-কাসানী (মৃ. ৫৮৭ হি.) বলেন,

---

১১. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৮, পৃ. ২৬৮

১২. দারাকুত্‌নী, *আস্-সুনান*, বৈরূত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, খ. ৪. পৃ, ৪৮৩, হাদীস নং- ৩৮৪৯

১৩. 'আব্দুর রায্‌যাক, *আল-মুসান্নাফ*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি., খ.৭, পৃ .৯০, হাদীস নং- ১২৩৩

১৪. সুয়ূতী, *আল-আশবাহ ওয়ান্ নাযায়ির*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৫০

১৫. তাকীউদ্দিন আস-সুবকী, বৈরূত : *আল-আশবাহ-ওয়ান নাযায়ির*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯১ খ্রি., খ. ১, পৃ. ১৩

إن غير الثّابت بيَقين لا يَثْبُتُ بالشَّكِّ وَالثّابتُ بيَقين لا يَزُولُ بالشَّكّ

নিশ্চিতভাবে অপ্রমাণিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা প্রমাণিত হয় না। এমনিভাবে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা বিলুপ্ত হয় না।[১৬]

হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِى دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের কেউ নামাযরত অবস্থায় পেছনে বায়ু নির্গত হওয়ার মত কিছু অনুভব করে, বাস্তবিকপক্ষে তার বায়ু নির্গত হোক বা না হোক, কিন্তু সে সংশয়ে পতিত হলো, তাহলে সে নামায ভঙ্গ করবে না, যতক্ষণ না বায়ু নির্গত হওয়ার কোনো শব্দ বা দুর্গন্ধ অনুভব করে।[১৭]

যেহেতু নামাযরত ব্যক্তি প্রথম থেকে তার অযুর বিষয়ে নিশ্চিত, তাই সন্দেহপূর্ণ বায়ুর কারণে তার অযু ভঙ্গ হবে না। অতএব সে নামায বহাল রাখবে এবং সমাপ্ত করবে। এ হাদীসের আলোকে ফিক্‌হবিদগণ উপর্যুক্ত মূলনীতিটি উদ্ভাবন করেছেন যে, কোনো নিশ্চিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা রহিত হয় না, তদ্রূপ কোনো অপ্রমাণিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

আলোচ্য বিষয়ে যেহেতু, নিখোঁজ এর সাথে তাঁর স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত, তাই নিখোঁজ কর্তৃক তালাক প্রদান বা তার মৃত্যু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অটুট ও অটল থাকবে। তাই তার সমবয়সী সকল লোকের মৃত্যুর পরেই তাকে মৃত ঘোষণা করা হবে। তার সমবয়সী একজন লোকও যদি জীবিত থাকে, তাহলে তাকে জীবিত গণ্য করা হবে এবং স্ত্রীও তার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। তবে সকল সমবয়সীলোকের মৃত্যু হওয়া না হওয়া বিষয়টি প্রমাণ করা যেহেতু অনেক জটিল, তাই ফিক্‌হবিদগণ কার্যনির্বাহের সুবিধার্থে এর জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণের প্রয়াসী হয়েছেন। এক্ষেত্রে ১২০, ১০০, ৯০, ৮০, ৭০ ও ৬০ প্রভৃতি একাধিক মত পাওয়া যায়। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ.-এর মতে তার জন্ম তারিখ হতে ১০০ বছর পূর্ণ হলে, আল-হাসান ইবনু যিয়াদ আল-লুলুয়ী রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতানুযায়ী তার জন্ম তারিখ হতে ১২০ বছর পূর্ণ হলে, বিশিষ্ট ফকীহ ইবনুল হুমাম রহ-এর মতে ৭০ বছর পূর্ণ হলে, এবং পরবর্তীকালের অনেক ফকীহের মতে ৬০ বছর পূর্ণ হলে তাকে মৃত বলে গণ্য করা হবে।[১৮] কারণ রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

১৬. 'আলাউদ্দিন আল-কাসানী, *বাদায়ি'উস্ সানায়ি'*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৩৪০

১৭. আবূ দাউদ, *আস্-সুনান*, বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল আস্‌রিয়াহ, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৪৫, হাদীস নং-১১৭

১৮. ইবনু নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়িক*, দারুল কিতাবিল ইসলামী, তা.বি., খ. ৫, পৃ. ১৭৮

أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ، إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ

আমার উম্মতের অধিকাংশ লোক ৬০ থেকে ৭০ বছর বেঁচে থাকবে। কম লোকেই এ সীমা অতিক্রম করবে।[১৯]

তবে হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ গ্রন্থে নব্বই বছরের ওপর ফাতওয়া প্রদানের কথা উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয় মত : চার বছর পর মৃত ঘোষিত হবে

নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদের ইচ্ছা করলে বিষয়টি আদালতে উত্থাপন করবে, আদালত স্ত্রীকে চার বছর সময় অপেক্ষা করার ফরমান জারি করবে। চার বছর সমাপ্ত হওয়ার পর স্ত্রী পুনরায় আদালতকে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার বিষয়টি অবহিত করবে। আদালত তখন তদন্ত সাপেক্ষে উক্ত ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করবে। মৃত ঘোষিত হওয়ার পর স্ত্রী চার মাস দশ দিন স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত পালন শেষে স্ত্রী স্বামীর বিবাহবন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয়ে যাবে এবং চাইলে তখন দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। সাহাবীগণের মাঝে 'উমর রা., 'উসমান রা., ইবনু 'উমর রা., ইবনু 'আব্বাস রা., ইবনুয্ যুবাইর রা. প্রমুখ এ মতটি গ্রহণ করেন। ইবনু মাস'উদ ও 'আলী রা. থেকেও অনুরূপ একটি মত বর্ণিত রয়েছে। ইমামগণের মাঝে ইমাম মালিক রহ. এ মতটি গ্রহণ করেন। হম্বালী ফকীহগণও এ মতটি গ্রহণ করেছেন, তবে শর্ত হলো, ঘটনাটি মৃত্যুর প্রবল সম্ভাবনাময় হতে হবে। ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এরও প্রথম মত এটি ছিল।[২০] হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ফকীহগণ নিজেদের মাযহাব বর্জন করে এ মতানুসারে ফাতওয়া দিয়েছেন। বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ আশরাফ আলী থানভী রহ. তাঁর আল-হীলাতুন নাজিযা গ্রন্থে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তৎকালীন মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানরত মালিকী মাযহাবের ফকীহগণের নিকট একাধিকবার চিঠি আদান-প্রদানের মাধ্যমে এ বিষয়ে ফাতওয়া তলব করেছেন এবং তা ভারত উপমহাদেশের বিশিষ্ট হানাফী ফকীহগণের নিকট পেশ করে তাদের মতামতের ভিত্তিতে মালিকী মাযহাবের সিদ্ধান্তকে ইজমা'তে রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এর ওপর ভিত্তি করে[২১] ভারত উপমহাদেশের মুসলিম

১৯. ইবনু মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪১৫. হাদীস নং-৪২৩৬

২০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৮, পৃ. ২৬৮-৬৯

২১. A married Muslim Woman may obtain a decree dossolving her marriage. A lucid exposition of this principle can be found in the book called 'Heelat-un-Najeza' published by Maulana Ashraf Ali Sahib who has made an anexhaustive study of the provison of Maliki Law which under the circumstances prevailing in India may be applid to such case. This has been approved by a large number of Ulemas who put their seals of approval on the book
[ASAF A.A. FYZEE, *Outlines of Muhammadan Law*, Delhe, Oxford University Press, p. 170.]

পারিবারিক আইনে Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 নামে রচিত অর্ডিনেন্সে হানাফী মাযহাবের পূর্বের সিদ্ধান্ত বর্জন করে মালিকী মাযহাব অনুসারে চার বছর অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ASAF A.A. FYZEE, Missing husband সম্পর্কে বলেন,

> The wife is entitled to obtain a decree for the dissolution of her marriage if the whereabouts of the hasband have not been known for a period of four years.[22]

প্রমাণ এক.

عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّب أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب قَالَ:أَيُّمَا امْرَأَة فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ

সা'ঈদ ইবন্ মুসায়্যাব রা. হতে বর্ণিত, 'উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, যে কোনো স্ত্রী স্বামীকে হারিয়ে ফেলবে এবং কী অবস্থায় আছে তা না জানবে, সে চার বছার পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। চার বছর শেষে সে চার মাস দশ দিন ইদ্দাতে ওফাত পালন করবে। অতঃপর সে বৈবাহিক বন্ধনমুক্ত হয়ে যাবে (ইচ্ছা করলে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে)।[২৩]

প্রমাণ দুই.

عن أبي عثمان قال : أتت امرأة عمر بن الخطاب فقالت استهوت الجن زوجها فأمرها أن تتربص أربع سنين ثم أمر ولى الذي استهوته الجن أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا.

আবূ 'উসমান রা. হতে বর্ণিত, একদা এক নারী 'উমর র.-এর নিকট তাঁর স্বামী জ্বীন কর্তৃক উধাও হওয়ার অভিযোগ করলেন, তখন 'উমর রা. তাকে চার বছর অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর উক্ত নারীকে তালাক দেয়ার জন্য জ্বীনগ্রস্ত ব্যক্তির অভিভাবককে নির্দেশ দিলেন। তারপর ঐ নারীকে চার মাস দশ দিন ইদ্দতে ওফাত পালন করার আদেশ দিলেন।[২৪]

প্রমাণ তিন.

عَنْ جَابِر بْنِ زَيْد أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عَبَّاس وَابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَذَاكَرَا امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ فَقَالَا: تَرَبَّصُ بِنَفْسِهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ

জাবির বিন যায়েদ রা. হতে বর্ণিত, একদা সে ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু 'উমরের নিকট উপস্থিত ছিলেন। তখন তারা উভয়ে নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী প্রসঙ্গে আলাপরত

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
২৩. বায়হাকী, *আস্-সুনানুল-কুবরা*, খ. ৭, পৃ. ৭৩২, হাদীস নং-১৫৫৬৬
২৪. দারাকুতনী, *আস্-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১১, হাদীস নং- ৩৮৪৮

ছিলেন। তাঁরা বললেন, উক্ত মহিলা চার বছর অপেক্ষা করবে। অতঃপর চার মাস দশ দিন ইদ্দতে ওফাত পালন করবে।[২৫]

প্রমাণ চার.

عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَنَّ رَجُلاً انتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْد عُمَرَ فَأَتَت امْرَأَتُهُ عُمَرَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ

ইয়াহইয়া ইবন জা'দা রহ.-এর সূত্রে ইবনু আবী শাইবা রহ. বর্ণনা করেন, আক্রান্ত মহিলাটি চার বছর অপেক্ষা করার পর 'উমর রা. তার স্বামীর অভিভাবককে তালাক প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং মহিলাকে চার মাস দশ দিন 'ইদ্দাতে ওফাত পালনের নির্দেশ দিলেন। এরপর যখন স্বামী ফেরত আসে, তখন তাকে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে কিংবা মহর ফেরত নিতে ইখতিয়ার দিলেন।[২৬]

তৃতীয় মত : মেয়াদ নির্ধারণ বিষয়ে আদালত সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে

কতদিন বা কতবছর লাপাত্তা থাকার পর নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করা হবে- এ বিষয়ে আদালত সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। হানাফী মাযহাবের মতো ৬০/৭০/৮০/৯০ বছর কিংবা মালিকী মাযহাবের মতো ৪ বছর মেয়াদে সীমাবদ্ধ করা যৌক্তিক হবে না। কারণ নিখোঁজ ব্যক্তিকে নব্বই বছর পর্যন্ত জীবিত গণ্য করে তার স্ত্রীকে ততদিন আবদ্ধ করে রাখা স্ত্রীর প্রতি স্পষ্টতই অবিচার ও তার অধিকার হরণ, বিশেষ করে যখন স্ত্রী ফিতনায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ফকীহগণ নিজেদের মাযহাবের সিদ্ধান্ত বর্জন করেছেন। অবশ্য সব ঘটনায় ৪ বছরের মেয়াদ নির্দিষ্ট করাও অযৌক্তিক হবে। কারণ মৃত্যুর ব্যাপারে প্রবল ধারণা হওয়াই এখানে মুখ্য ও বিবেচ্য। অথচ তা সব ঘটনায় একই মেয়াদে অর্জন হয় না। কারণ বিমান দুর্ঘটনায় নিখোঁজ হওয়া এবং মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া সমান ঘটনা নয়। তাই আদালত স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে যে ঘটনায় যে মেয়াদের পরে মৃত্যুর ব্যাপারে প্রবল ধারণা লাভ হবে ঐ মেয়াদের পরেই মৃত ঘোষণা করবে।

প্রমাণ এক. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

এবং তিনি (আল্লাহ) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।[২৭]

২৫. বায়হাকী, *আস্-সুনানুল-কুবরা*, খ. ৭, পৃ. ৭৩২, হাদীস নং-১৫৫৬৯
২৬. ইবনু আবী শাইবা, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৪, পৃ. ২৩৭
২৭. আল-কুরআন, ২২ : ৭৮

আয়াত থেকে স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ধর্মের মধ্যে কোনো ধরনের সংকীর্ণতা কিংবা কোনো সমস্যার যৌক্তিক সমাধান প্রদানে অপূর্ণতা রাখেন নি। আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাস্‌সির আবূ বকর আল-জাস্‌সাস (মৃ. ৩৭০ হি.) বলেন,

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ ضِيقٍ وَكَذَلِكَ قَالَ مُجَاهِدٌ وَيُحْتَجُّ بِهِ فِي كُلِّ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَوَادِثِ أَنَّ مَا أَدَّى إلَى الضِّيقِ فَهُوَ مَنْفِيٌّ وَمَا أَوْجَبَ التَّوْسِعَةَ فَهُوَ أَوْلَى

ইবনু 'আব্বাস এবং মুজাহিদ রহ. 'حرج' এর অর্থ সংকীর্ণতা করেছেন। অতএব সকল বিতর্কিত বিষয়ে যে সব মত সংকীর্ণতা এবং অসহনীয় কষ্টের কারণ হবে তা বর্জন করে যে সব মত সহনীয় ও সহজ হবে তাই গ্রহণ করা শ্রেয়।[২৮]

ভারত উপমহাদেশের বিশিষ্ট মুফাস্‌সির কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী রহ. (মৃ. ১২২৫ হি.) বলেন,

وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اى ضيق وتكليف يشتد القيام به عليكم، وقال مقاتل يعنى الرخص عند الضرورات كقصر الصلاة في السفر والتيمم والإفطار في السفر والمرض وأكل الميتة عند الضرورة والصلاة قاعدا او مستلقيا عند العجز وهو قول الكلبي

আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে এমন কঠিন কিছু চাপিয়ে দেননি, যা পালন করা তার জন্য অসহনীয় কষ্টদায়ক হবে। বিশিষ্ট তাবি'য়ী মুকাতিল রহ. এ আয়াতের অর্থ করেন, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ প্রয়োজনের সময় বান্দার জন্য 'رخصت' অর্থাৎ ছাড় -এর ব্যবস্থা রেখেছেন এবং এর অংশ হিসেবেই অপারগতার সময় শয়ন বা বসা অবস্থায় নামায পড়ার সুযোগ, সফর বা অসুস্থতার সময় রোযা ক্বাযা করার সুযোগ, সফরের সময় নামায দু' রাকাত পড়ার সুযোগ ইত্যাদি। এটি ইমাম কালবীরও মত।[২৯]

অতএব নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করলে এ মহা সত্য সকলের নিকট বোধগম্য হবে যে, একজন স্ত্রীকে স্বামী নিখোঁজ হওয়ার পর নব্বই বছর পর্যন্ত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ রাখা তার প্রতি কতইনা রূঢ় ও নির্দয় আচরণ হবে! তাই তার জন্য পরিত্রাণের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

প্রমাণ দুই. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾

২৮. জাস্‌সাস, *আহকামুল কুরআন*, (তাহকীক : আব্দুস্ সালাম) বৈরূত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি., খ. ৩. পৃ. ৩২৭

২৯. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, পাকিস্তান : মাকতাবাতুর রশীদ, খ. ৬, পৃ. ৩৫৫

তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) বিবাহবন্ধনে রাখলে উত্তম উপায়ে রেখো, আর বিবাহবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিতে চাইলে উত্তম উপায়ে মুক্ত করে দাও। আর তাদেরকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না।[৩০]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যেখানে স্ত্রীদের কষ্ট হয় এমন পদ্ধতিতে আবদ্ধ করে রাখতে স্বামীদেরকে নিষেধ করেছেন, সেখানে স্বামী হারানো স্ত্রীকে নব্বই বছর পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখা পবিত্র কুরআনের চাহিদার সাথে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক।

প্রমাণ তিন. অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾

তুমি আগ্রহী হলেও কখনো সকল স্ত্রীর প্রতি- যদি একাধিক হয়- সমান ভালোবাসা পোষণ করতে সক্ষম হবে না। (কারণ তা অন্তরের বিষয় এবং অন্তরের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতেই)। তবে বাহ্যিক বিষয়ে একজনের প্রতি এমনভাবে ঝুঁকে পড়ো না, আর আরেকজনকে মু'আল্লাকা অর্থাৎ ঝুলন্ত অবস্থায় রেখোনা।[৩১]

ইবনু 'আব্বাস রা. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মু'আল্লাকা শব্দের অর্থ করেন, স্ত্রীকে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা, যাতে তার স্বামী আছে এমনও বলা যায় না, আবার সে স্বামীবিহীন এমনও বলা যায় না।[৩২]

তাই যেখানে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে এভাবে ঝুলিয়ে রাখতে স্বামীদেরকে নিষেধ করেছেন, সেখানে নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর জন্য এভাবে নব্বই বছর পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা স্পষ্টত কুরআনের নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক হবে।

প্রমাণ চার. আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন,

﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

যেসব স্বামী (কষ্ট দেয়ার নিমিত্ত চার মাসের অধিক সময়ের জন্য কিংবা স্থায়ীভাবে) স্ত্রীর নিকট না যাওয়ার শপথ করবে, তাদেরকে (এ ব্যাপারে মনস্থির করার জন্য) চার মাসের সময় দেয়া হবে। (এ সময়ের ভেতর) যদি তারা (তাদের শপথ থেকে) ফিরে আসে, (তা হলে জেনে রেখো) আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও

৩০. আল-কুরআন, ২ : ২৩১

৩১. আল-কুরআন, ৪ : ১২৯

৩২. عن ابن عباس:"فتذروها كالمعلقة"، قال: تذروها لا هي أيّم، ولا هي ذات زوج.
(*তাফসীরে তাবারী*, বৈরূত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ২০০০ খ্রি., খ. ৯, পৃ. ২৯০)

দয়ালু। আর তারা যদি (এ সময়ের ভেতর) তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত করে, তা হলে (তারা যেন জেনে রাখে) আল্লাহ তা'আলা সব শোনেন ও জানেন।[৩৩]

উপর্যুক্ত আয়াত থেকে জানা যায় যে, চার মাসের ভেতরে শপথ ভেঙ্গে স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলে আল্লাহ তা'আলা শপথ ভঙ্গের দোষ ক্ষমা করবেন। তবে শপথ ভঙ্গ করার কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। আর যদি চার মাস অতিক্রম হয়ে যায়, তা হলে হানাফী মাযহাব মতে তালাক কার্যকর হবে। আর শাফিয়ী মাযহাব মতে স্বামীকে তালাক প্রদানে বাধ্য করা হবে কিংবা আদালতের হস্তক্ষেপে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো হবে।

এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ছাড়াও স্ত্রীর যৌনাধিকারের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একজন স্বামী সর্বাধিক চার মাস পর্যন্ত স্ত্রীকে যৌনাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে, এর বেশি নয়। অতএব দীর্ঘ সময়ের জন্য স্বামী নিখোঁজ হয়ে গেলে স্ত্রীর পরিত্রাণের এবং দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের একটি যৌক্তিক ব্যবস্থা থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়।

প্রমাণ পাঁচ. ইসলামে নিজের বা অন্যের ক্ষতি করার সুযোগ নেই (لاضرر و لاضرار في الاسلام)

আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন,

لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه

ইসলাম কাউকে ক্ষতি চাপিয়ে দেয় না, আবার অপরকেও ক্ষতি করার অনুমতি দেয় না। যে কেউ অপরের ক্ষতি সাধন করবে আল্লাহ তার ক্ষতি সাধন করবেন আর যে কেউ অপরের জন্য সংকট সৃষ্টি করবে আল্লাহ তাকে সংকটে নিপতিত করবেন।[৩৪]

আলোচ্য বিষয়ে 'নিখোঁজ' ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় নিখোঁজ হয়ে থাকে তাহলে স্পষ্টত সে স্ত্রীর ক্ষতি করেছে। আর যদি নিখোঁজ হওয়াতে তার কোনো এখতিয়ার না থাকে তাহলে সে স্ত্রীর কোনো ক্ষতি করেনি বটে; তবে সে স্ত্রীর ক্ষতির কারণ হয়েছে।

আরেকটি হাদীসে আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন,

إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا

৩৩. আল-কুরআন, ২ : ২২৭

৩৪. ইমাম দারাকুতনী, *আস্- সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', বৈরূত : দারুল মা'রিফা, ১৩৮৬হি./১৯৬৬ খ্রী., খ. ৩, পৃ. ৪৭
ইমাম আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তাবরানী রাহ. প্রমূখ মুহাদ্দিছগণ হাদীসটি ইব্ন 'আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বায়হাকী 'উবাদাহ ইব্নুস সামিত রা.- এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। ইমাম আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক*, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তা.বি., হাদীস নং ২৩৪৫

দীন খুবই সহজ। কেউ দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে জয়ী হতে পারবে না। বরং দীন তার উপরই বিজয় লাভ করবে। (অর্থাৎ চরম পন্থা অবলম্বন করে কেউ স্থির থাকতে পারবে না। বরং একপর্যায়ে দুর্বল হয়ে সহজ পন্থা গ্রহণে বাধ্য হয়ে পড়বে।) তাই তোমরা কঠোর পন্থা পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো।[৩৫]

বস্তুত আলোচ্য বিষয়ে নব্বই বছর অপেক্ষা করার মতো কঠিন পথ অবলম্বন না করে বিষয়টি আদালতের হাতে ন্যস্ত করাই অধিক শ্রেয় হবে।

প্রমাণ ছয়. ক্ষতি সর্বদা অপসারণযোগ্য (الضرر يزال)

উসূলে ফিক্হের একটি মূলনীতি হলো (الضرر يزال) ক্ষতি সর্বদা অপসারণযোগ্য। যখন দেখা যাবে কেউ কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাহলে এমন একটি পন্থা উদ্ঘাটন করতে হবে, যাতে উক্ত ব্যক্তি ক্ষতি থেকে মুক্তি পায়। 'আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী (মৃ. ৭৭১ হি.), 'আলা উদ্দীন হাম্বালী (মৃ. ৮৮৫ হি.), জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.), ইবনু নুজাইম আল মিসরী (মৃ. ৯৭০ হি.)সহ প্রায় সকল উসূলবিদ এটিকে ফিকহের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'আলাউদ্দিন হাম্বালী এ মূলনীতিকে ফিক্হের প্রায় অর্ধেক মাসআলার ভিত্তি বলেছেন। অতএব, এ মূলনীতির আলোকে স্বামী হারানো মহিলার জন্য এমন কোনো উপায় থাকা দরকার, যাতে করে সে স্বামী হারিয়ে সংসার জীবনে যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পায়।

হানাফী মাযহাবের পেশকৃত দলীলসমূহের পর্যালোচনা

মুগীরা রা. এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল। ইবনু হাজার 'আসকালানী রহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) তার বুলুগুল মারাম গ্রন্থে হাদীসটির সনদ দুর্বল (ضعيف) আখ্যায়িত করেছেন।[৩৬] ইমাম বায়হাকী তাঁর সুনানে কুবরা গ্রন্থে সনদে সিওয়ার (سوار) নামক বর্ণনাকারী (راوي) কে দুর্বল (ضعيف) বলেছেন।[৩৭] ইবনু আবী হাতিম (মৃ. ৩২৭ হি.) তাঁর 'علل الحديث' গ্রন্থে বলেন, আমি আমার পিতাকে সিওয়ার সূত্রে বর্ণিত উক্ত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি উত্তরে বললেন,

هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، يَرْوِي عَنْ الْمُغِيرَةِ احاديث مَنَاكِيرَ أَبَاطِيلَ

হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য। সনদে বিদ্যমান বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বিন শুরাহবীল এমন ব্যক্তি, যার বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যাত। তিনি মুগীরার সূত্রে বিভিন্ন বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য হাদীসসমূহ বর্ণনা করেন।[৩৮]

৩৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, (তাহকীক : মুস্তফা বেগ আলবগা) অধ্যায় : আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ : আদ-দীনু ইউসরুন, বৈরূত : দারু ইবনু কাসীর, ১৯৮৭ খ্রি., খ. ১, পৃ. ২৩

৩৬. ইবনু হাজার 'আসকলানী, *বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম*, খ. ১, পৃ. ৪৪১

৩৭. বায়হাকী, *আস্-সুনান*, খ.৭, পৃ. ৪৪৫

৩৮. ইবনু আবি হাতিম, *ইলালুল হাদীস*, খ. ৪, পৃ. ১১৮

'আল্লাম যায়লা'ঈ (মৃ. ৭৬২ হি.) ইবনু আবি হাতিমের উক্তিটি বর্ণনা পূর্বক বলেন, বিশিষ্ট সনদবিশারদ 'আব্দুল হক ইশবিলী (মৃ. ৫৮১ হি.) তার 'আহকাম' গ্রন্থে এবং ইবনুল ক্বাত্তান আল-ফাসী (মৃ. ৬২৮ হি.) সিওয়ার এবং মুহাম্মদ বিন শুরাহবীলকে প্রসিদ্ধ 'متروك الحديث' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৯] উল্লেখ্য যে, দুর্বল হাদীস কোনো বিধান প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রথমত হাকাম বিন 'উতাইবা সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিও দুর্বল। বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ আবুল ওয়ালীদ আল-কুরতুবী (মৃ. ৪৭৪ হি.) বলেন, হাদীসের অধিকাংশ সনদ পরম্পরাবিহীন এবং যে সব সনদে পরম্পরা রয়েছে তাও দুর্বল। অধিকন্তু হাদীসটিতে ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে।[৪০] দ্বিতীয়ত, উক্ত হাদীসে মৃত্যুর সংবাদ আসা থেকে উদ্দেশ্য হলো এমন কোনো সংবাদ আসা যাতে মৃত্যুর ব্যাপারে প্রবল ধারণা লাভ হয়। কারণ ফিকহী বিধানে প্রবল ধারণা হওয়া নিশ্চিত হওয়ার সমতুল্য। তৃতীয়ত, হাদীসটি 'আলী রা. এর উক্তি। অথচ 'উমর রা.সহ অসংখ্য সাহাবা কিরাম এর বিপরীত উক্তি করেছেন। অতএব "اذا تعارضا تساقطا" সমপর্যায়ের দু'টি দলীল যখন পরস্পর বিরোধী হয়, তখন উভয়টি দলীল হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

অন্য দিকে হানাফী ফকীহগণ (اليقين لا يزال بالشك) দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন- এ ব্যাপার কথা হলো, এটা সত্য যে, নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয় কেবল সন্দেহের কারণে রহিত হয় না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, নিশ্চিত বিষয়কে রহিত করার জন্য আরেকটি নিশ্চিত বিষয়ের প্রয়োজন হবে। বরং নিশ্চিত বিষয় রহিত হওয়ার জন্য এর বিপরীত বিষয়ের প্রবল ধারণা হওয়াই যথেষ্ট। যেমন কোনো ব্যক্তির অযু ছিল। পরবর্তীতে অযু ভঙ্গ হওয়ার প্রবল ধারণা হলো, তাহলে তাকে পুনরায় অযু করতে হবে। বিশিষ্ট উসূলবিদ ইবনু নুজাইম আল-মিসরী (মৃ. ৯৭০ হি.) বলেন,

مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لا يَرْتَفِعُ إلا بِيَقِينٍ وَالْمُرَادُ بِهِ غَالِبُ الظَّنِّ

একটি ইয়াকীন কেবল আরেকটি ইয়াকীন দ্বারা রহিত হয়। এই মূলনীতিতে দ্বিতীয় ইয়াকীন থেকে উদ্দেশ্য হলো প্রবল ধারণা।[৪১]

'আলাউদ্দিন আল-কাসানী (মৃ. ৫৮৭ হি.) বলেন,

أَنَّ غَالِبَ الرَّأْيِ حُجَّةٌ مُوجِبَةٌ لِلْعَمَلِ بِهِ وَأَنَّهُ فِي الأَحْكَامِ بِمَنْزِلَةِ الْيَقِينِ

৩৯. যায়লা'ঈ, *নাসবুর রায়া*, মুআস্সাসাতুর রিয়ান, ১৯৯৭ খ্রি, খ. ৩, পৃ. ৪৭৩

৪০. وَهِيَ أَسَانِيدُ غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ وَمَا اتَّصَلَ مِنْهَا فَلَيْسَ بِقَوِيٍّ وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ
(আবুল ওয়ালীদ আল-কুরতুবী, *আল-মুনতাকা*, মিসর : মাতবায়ুস সা'আদা, ১৩৩২ হি., খ. ৪, পৃ. ৯১)

৪১. ইবনু নুজাইম আল-মিসরী, *আল-আশবাহ ওয়ান্ নাযায়ের*, বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৫১

কোনো কর্ম ওয়াজিব হওয়ার জন্য 'প্রবল ধারণা' উপযুক্ত প্রমাণ। অধিকন্তু বিধান বিষয়ে তা ইয়াকীনের সমপর্যায়ের।[৪২]

ড. মুহাম্মদ সিদকী বলেন,

فإن ترجح أحدهما و لم يطرح الآخر فهو ظن، فإن طرحه فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين

ইতিবাচক এবং নেতিবাচক এর মধ্য যে দিকটি প্রবল হবে, তাকে উসূলে ফিকহের পরিভাষায় 'ظن' বলা হয়। তবে তাতে অপর দিকটিরও সম্ভাবনা থাকে। আর যদি অপর দিকটির সম্ভাবনা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়, তখন তাকে 'غالب الظن' বলে এবং তা ইয়াকীনের সমপর্যায়ে।[৪৩]

অতএব, আলোচ্য বিষয়ে বিচারক নিখোঁজ ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৃত্যুর বিষয়টি পুরোপুরি নিশ্চিত করতে না পারলেও যদি দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে মৃত্যুর বিষয়ে তার প্রবল ধারণা লাভ হয়, তাহলে সে নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করতে কোনো বাধা নেই। এর সপক্ষে আরেকটি দলীল হলো- হানাফী মাযহাবে সমবয়সী সকল লোকের মৃত্যুকে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃত্যুর মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অথচ এ ক্ষেত্রেও তার মৃত্যুর বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়। কারণ হতে পারে, সকল সমবয়সী লোকের মৃত্যুর পরও সে জীবিত রয়ে গেছে। তবে জীবিত থাকার তুলনায় মৃত্যুর সম্ভাবনা খুবই প্রবল। অতএব, এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্তও প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে নেয়া হয়েছে, ইয়াকীনের উপর ভিত্তি করে নয়।

দ্বিতীয় মতের সপক্ষে পেশকৃত দলীলসমূহের পর্যালোচনা

এক. শরী'অতের কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদ বা সংখ্যা নির্ধারণ করার এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য সংরক্ষিত। কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো বিষয়ে স্থায়ী মেয়াদ বা সংখ্যা নির্ধারণ করার অধিকার নেই।[৪৪]

দুই. কোনো কোনো ফিক্হবিদ 'উমর রা. এর মতের সপক্ষে অর্থাৎ চার বছর মেয়াদ নির্ধারণ করাকে কিয়াসের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন, 'উমর রা. ইলা (স্ত্রীর নিকট না যাওয়ার শপথ করা) এবং 'ইন্নীন (যৌনকর্মে অক্ষম ব্যক্তি) এর ওপর একসাথে কিয়াস করেছেন। ইলার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা চার মাস

৪২. আল-কাসানী, *বাদায়ি'উস্ সনায়ি'*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৬

৪৩. ড. মুহাম্মদ সিদকী, *আল ওয়াযীয ফী ইযাহে কাওয়ায়িদিল ফিকহ*, বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, খ. ১. পৃ. ১৬৮

৪৪. وإن تقدير الأعداد كما يقرر الفقهاء أمر توقيفى خالص لا يجرى فيه القياس
(সায়্যিদ তানতাভী, *আত তাফসীরুল ওয়াসীত*, খ. ১, পৃ. ৫৩৫)

অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৫] এর থেকে তিনি চার সংখ্যাটি নিয়েছেন। আর ইন্নীন এর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ স. একবছর অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৬] তা থেকে তিনি বছরটি নিয়েছেন। এভাবে চার এবং বছর একসাথে যুক্ত করে উক্ত মেয়াদকে চার বছর সাব্যস্ত করেছেন। তাদের পেশকৃত এ যুক্তিটি খুবই দুর্বল ও অবাস্তব। ইলা ও 'ইন্নীন এর সাথে নিখোঁজ-এর বিষয়টি তুলনা করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ইলার (ايلاء) ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকে, অথচ নিখোঁজ এর ব্যতিক্রম। আর 'ইন্নীনের (عنين) ক্ষেত্রে একবছর অপেক্ষার নির্দেশ একারণে যে, একজন লোক যৌনশক্তি ফিরে পেতে এক বছর পর্যাপ্ত সময়। এক বছরেও সুস্থ না হলে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তাই এক বছর পর আদালত বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। অথচ নিখোঁজ ব্যক্তি ফিরে আসার ক্ষেত্রে এরকম কোনো ধরাবাঁধা নিয়মনীতি নেই।[৪৭] বরং একেক ঘটনার ধরন একেক রকম।

তিন. উমর রা. এর সিদ্ধান্ত কোনো মূলনীতি হিসেবে ছিল না। কারণ কোনো সাধারণ কিয়াসের আলোকে তিনি এ মেয়াদ নির্ধারণ করেন নি। বরং এ কিয়াস ছিল বিশেষ ঘটনার জন্য বিশেষ কিয়াস। এ সংক্রান্ত যেসব হাদীস পাওয়া যায় প্রায় সবকটি একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এমনটি নয় যে, তৎকালে এ জাতীয় অনেক ঘটনা ঘটেছে এবং 'উমর রা. সব ঘটনায় একই মেয়াদের কথা বলেছেন। এমনটি হলে নির্দ্বিধায় বলা যেতো যে, 'উমর রা. তাঁর নিকট উদ্ভাসিত কোনো যুক্তি বা কিয়াসের আলোকে তিনি এ মেয়াদ স্থায়ীভাবে নির্ধারণ করেছেন। বরং বাস্তবতা এর বিপরীত। ঐ সময় এ জাতীয় একটি মাত্র ঘটনারই বিবরণ পাওয়া যায়। 'উমর রা. বিশেষ ইজতিহাদের আলোকে ঐ ঘটনার জন্য বিশেষ ফায়সালা দিয়েছিলেন, স্থায়ী ফায়সালা নয়। ঐ ঘটনায় তিনি প্রবল আশাবাদী ছিলেন যে, চার বছর পর অবশ্যই কোনো না কোনো সংবাদ আসবেই। তাই তিনি চার বছরের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ এর যুক্তি হিসেবে বলেছেন, যেহেতু দিক চারটি তাই অবগতি লাভ করার জন্য উমর রা. ঐ ঘটনায় একেকটি দিকের জন্য একেকটি বছর নির্ধারণ করেছিলেন। অথচ লক্ষণীয় যে, কোনো বিষয়ে খবরাখবর ও অবগতি লাভের ক্ষেত্রে তখনকার সময় এবং বর্তমানের যান্ত্রিক সময়ের মধ্য বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে।

প্রসিদ্ধ ফকীহ ও ফিক্‌হবোর্ডের মতামত

নিম্নে এ মতের সপক্ষে প্রসিদ্ধ ফিক্‌হবিদ ও ফিক্‌হবোর্ডের বক্তব্য ও মতামত তুলে ধরা হলো। এতে করে বিষয়টি আরো পরিষ্কার ও সংশয়মুক্ত হবে।

৪৫. আল-কুরআন, ২ : ৩৬ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

৪৬. عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «رُفِعَ إِلَيْهِ عِنِّينٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً» ('আব্দুর রায্‌যাক, *আল-মুসান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৫৩)

৪৭. যায়লা'ঈ, *তাবয়ীনুল হাকায়িক*, কায়রো : আল-মাত্‌বাআতুল-কুবরা, ১৩১৩ হি., খ. ৩, পৃ. ৩১১

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইবনু নুজাইম আল-মিসরী রহ. বলেন,

وَفَوَّضَهُ بَعْضُهُمْ إِلَى الْقَاضِي فَأَيُّ وَقْتٍ رَأَى الْمَصْلَحَةَ حَكَمَ بِمَوْتِهِ، قَالَ الشَّارِحُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ

কোনো কোনো ফকীহ মৃত ঘোষণা প্রসঙ্গে মেয়াদ নির্ধারণের বিষয়টি বিচারক বা আদালতের নিকট ন্যস্ত করেছেন। আদালত যে ঘটনায় যে মেয়াদ উপযুক্ত মনে করবে ঐ মেয়াদের পরেই মৃত ঘোষণা করবে। ব্যাখ্যাকারী অর্থাৎ ইবনু নুজাইমের নিকট এ মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।[৪৮]

'আল্লামা ফখরুদ্দিন আয-যায়লা'ঈ (মৃ. ৭৪৩ হি.) বলেন,

وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُفَوَّضُ إِلَى رَأْيِ الإِمَامِ لأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الْبِلادِ وَكَذَا غَلَبَةُ الظَّنِّ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الأَشْخَاصِ ...

এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মত হলো, বিষয়টি রাষ্ট্রপ্রধানের অভিমতের ওপর ছেড়ে দেয়া। কেননা প্রবল ধারণা লাভের মেয়াদটি দেশ এবং ব্যক্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।[৪৯]

বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত হাম্বালী ফকীহ ইবনু 'উছাইমীন বলেন,

ما ورد عن الصحابة قضايا أعيان، ... وإذا كان قضايا أعيان فهو اجتهاد، فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، أو من ينيبه الإمام في القضاء

সাহাবা কিরাম থেকে (চার বছরের) যে অভিমত প্রকাশিত হয়েছে তা বিশেষ ঘটনার জন্য বিশেষ মত এবং যে কোনো বিশেষ ঘটনা ইজতিহাদনির্ভর। অতএব, এক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হবে সকল ঘটনার জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ না করে মেয়াদ নির্ধারণের বিষয়টি রাষ্ট্রপ্রধান বা আদালতের উপর ন্যস্ত করা।[৫০]

নিজামুদ্দিন আল-বালাখী রহ.-এর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে বলা হয়েছে,

وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُفَوَّضُ إِلَى رَأْيِ الإِمَامِ

সর্বোত্তম উপায় হলো বিষয়টি আদালতের রায়ের উপর ন্যস্ত করা।[৫১]

শায়খ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত ফাতওয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে,

والذي يرجحه المحققون من العلماء أن تقدير المدة يرجع إلى اجتهاد الحاكم ، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمان وقرائن الأحوال ، فيُحدّد القاضي باجتهاده مدّة يغلب على الظن موته بعدها ، ثم يحكم بموته إذا مضت هذه المدة

৪৮. ইবনু নুজাইম আল-মিসরী, *আল-বাহরুর রায়িক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৭৮

৪৯. ফাখরুদ্দিন আয-যায়লা'ঈ, *তাবয়ীনুল হাকায়িক*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩১১

৫০. ইবনু উছাইমীন, *আশ-শারহুল মুমতি' আলা যাদিল মুসতাকনি'*, খ. ১১, পৃ. ২৯৭

৫১. *আল-ফাতাওয়া হিন্দিয়া*, বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ১৩১০ হি., খ. ২, পৃ. ৩০০

গবেষক উলামায়ে কিরাম আলোচ্য বিষয়ে মেয়াদের বিষয়টি বিচারকের নিকট ন্যস্ত করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তা কাল-পাত্র ও পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে পৃথক হবে। অতএব, বিচারক নিজ ইজতিহাদের আলোকে একটি মেয়াদ নির্ধারণ করবে এবং তদ্‌পরবর্তীতে মৃত ঘোষণা করবে।[৫২]

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিক্‌হবিদ ইবনু 'আবিদীন (মৃ. ১২৫২ হি.) বলেন, এ মতটি হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতের (ظاهر الرواية) খুব কাছাকাছি। কারণ, উভয় মতে নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ পরিহার করা হয়েছে। আর যেহেতু নিখোঁজের ক্ষেত্রে আদালতের হস্তক্ষেপ একান্তই প্রয়োজন, তাই মেয়াদ নির্ধারণের বিষয়টিও আদালতের নিকট ন্যস্ত করা উচিত হবে। আদালত যে ঘটনায় যে মেয়াদ উচিত মনে করবে ঐ মেয়াদের পরে মৃত ঘোষণা করবে। কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ ঠিক করা উচিত হবে না। কারণ, শরীয়ত এ বিষয়ে কোনো মেয়াদ নির্ধারণ করে নি।[৫৩] টীকায় এ প্রসঙ্গে আরো কিছু বক্তব্য উৎসসহ উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৪]

---

৫২. মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-মুনাজ্জিদ, *ফাতওয়াল ইসলাম*, খ. ১, পৃ. ৫১০৯

৫৩. قلت والظاهر أن هذا (أي التفويض الي الحاكم) غير خارج عن ظاهر الرواية أيضا بل هو أقرب إليه من القول بالتقدير لأنه فسره في شرح الوهبانية بأن
ينظر ويجتهد ويفعل ما يغلب على ظنه فلا يقول بالتقدير لأنه لم يرد الشرع بل ينظر في الأقران وفي الزمان والمكان ويجتهد (ইবনু 'আবিদীন, *হাশিয়াতু রদ্দিল মুখতার*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ২০০০ খ্রি., খ. ৪, পৃ. ২৯৭)

৫৪. وقيل يفوض إلى رأي الإمام لأنه يختلف باختلاف الأشخاص فإن الملك العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظن في أدنى مدة أنه مات لا سيما إذا دخل مهلكة (مجمع الانهر، ج২، ص৫৪১)
يجتهد في ذلك الحاكم والإمام فيما يغلب على ظنه مما يؤديه إليه الفحص عن أخباره فإذا غلب عليه أنه هلك اذن لامرأته في النكاح بعد أن تعتد ويقسم ماله (الكافي في فقه اهل المدينة،ج২،ص৫৬৯)
وقد اختار الزيلعى ووافقه كثيرون أنه يفوض إلى رأى الإمام لأنه يختلف باختلاف البلاد والأشخاص، فيجتهد، ويحكم بالقرائن الظاهر الدالة على موته أو حياته (فتاوى دار الافتاء المصرية،ج২،ص৪১৮)
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُفَوَّضُ إِلَى رَأْيِ الْقَاضِي ، فَأَيُّ وَقْتٍ رَأَى الْمَصْلَحَةَ حَكَمَ بِمَوْتِهِ وَاعْتَدَّتْ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ مِنْ وَقْتِ الْحُكْمِ لِلْوَفَاةِ كَأَنَّهُ مَاتَ فِيهِ مُعَايَنَةً ، إذْ الْحُكْمِيُّ مُعْتَبَرٌ بِالْحَقِيقِيِّ(فتح القدير،ج১৩، ص৪৩৮)
والمشهور عن أبي حنيفة والشافعي ومالك عدم تقدير المدة بل ذلك مفوض إلى اجتهاد القاضي في كل عصر.(فقه السنة ،ج৩،ص৬৫২)

উপসংহার

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী নব্বই বছর অপেক্ষা করা খুবই দুঃসহনীয়। এ কারণে পরবর্তী ফকীহগণ তা বর্জন করেছেন। আর মালিকী মাযহাবানুযায়ী সকল ঘটনায় চার বছর মেয়াদ ধার্য করা অহী নির্ভর কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার নামান্তর। অতএব, বিষয়টি আদালতের নিকট ন্যস্ত করাই যৌক্তিক হবে। তবে এ ক্ষেত্রে আদালতকে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখতে হবে। আদালত অত্যন্ত নিষ্ঠা ও তদন্ত সাপেক্ষে মৃত্যুর প্রবল ধারণা অর্জন হলেই মৃত ঘোষণা করবে। বস্তুতঃ কোনো একটি বিষয়ে স্বামী মৃত ঘোষিত হলে, মীরাছ বণ্টনসহ অন্য সব বিষয়েও সে মৃত গণ্য হবে।